এ্যানেসথেসিওলজি বিষয়ে কর্মরত চিকিৎসকদের ডাটা বেইজ তৈরি করার লক্ষ্যে
গত ০৩/১২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	বাসুদেব গাঙ্গুলী অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়ঃ	:	০৩-১২-২০১৫ খ্রিঃ, বেলা ১২-০০ ঘটিকা।
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের কনফারেন্স রুম।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা সংযুক্ত (পতাকা-'ক')।

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভা আহ্বানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে সভাকে জানান যে, দেশের অধিকাংশ জেলা ও উপজেলাস্থ হাসপাতাল এবং বিভাগীয় শহরের হাসপাতালসমূহে রোগীদের অপারেশন কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অপারেশন থিয়েটার, সার্জারীর যন্ত্রপাতি এবং সার্জারী বিষয়ের চিকিৎসক থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র এ্যানেসথেসিওলজিস্ট এর অপর্যাপ্ততার কারণে রোগীদের প্রয়োজনীয় অপারেশন কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। বিষয়টি এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের সময়ে সময়ে বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শনের সময়ও পরিলক্ষিত হয়েছে। এ্যানেসথেসিওলজিস্ট এর অপর্যাপ্ততার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি গোচর হওয়ায় এ বিষয়ে ডিগ্রীধারী কর্মকর্তার সংখ্যা সঠিকভাবে জানা প্রয়োজন এবং সে অনুযায়ী তাঁদেরকে জেলা ও উপজেলাস্থ হাসপাতাল ও বিভাগীয় শহরের হাসপাতালসমূহে প্রয়োজনানুযায়ী পুনঃ বিন্যাসের মাধ্যমে পদায়ন করা হলে এ সমস্যা কিছুটা হলেও দূর করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি মত ব্যক্ত করেন। তিনি সভাকে আরো জানান যে, এ্যানেসথেসিওলজি বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে চিকিৎসক (সার্জারী) কর্মকর্তা পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকলেও জরুরী রোগীদের অপারেশন কার্যক্রম সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। সভাপতি এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালসমূহে কর্মরত এ্যানেসথেটিস্ট এর সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং তাঁদের কর্মস্থলসহ তাঁরা কোন ক্যাটাগরিতে ডিগ্রীধারী তা সংগ্রহ করে একটি ডাটা বেইজ তৈরি করার উপর গুরুত্বআরোপ করেন। এরূপ ডাটা বেইজ তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। অতঃপর তিনি সভায় অংশ গ্রহণকারী সকল কর্মকর্তাকে তাঁদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বক্তব্য /মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

২। সভায় অংশগ্রহণকারী এ্যানেসথেসিওলজি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এবং বিএসএমএমইউ এর চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক (এ্যানেসথেসিওলজি) ডাঃ দেবব্রত বনিক সভাকে জানান যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ্যানেসথেটিস্টদের অভাব এবং তাঁদের অবদান বিবেচনায় নিয়ে এ সেক্টরে তাঁদের সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিতের লক্ষ্যে ১০০% থেকে ৩০০% আর্থিক প্রণোদনা দিয়ে থাকে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও এ ধরনের প্রণোদনা প্রদানের সিস্টেম চালু আছে বলে জানা যায়। আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা না হলে স্বাস্থ্যখাতে এর অভাব থেকেই যাবে। তিনি সভাকে আরো জানান যে, বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি এবং বেসরাকারি পর্যায়ের প্রায় ৩৫০ জন চিকিৎসক ২ বছরের ডিএ কোর্সে অধ্যয়নরত আছে। এ সমস্ত চিকিৎসকগণ প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে দেশের বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে পদায়িত হলে এ সমস্যা কিছুটা সমাধান হতে পারে। এ্যানেসথেসিওলজি বিষয়ে ৬ মাসের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদেরকে অপারেশন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হলে ঝুকি থেকে যায়। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রীধারী চিকিৎসক ব্যতিত এ্যানেসথেটিস্ট এর কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদন করা যথার্থ হবে না মর্মে তিনি মতামত প্রদান করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, এ্যানেসথেসিওলজি বিষয়ে ডিএ/এমডি/এফসিপিএস/এমসিপিএস কোর্স করতে আগ্রহী সরকারি চিকিৎসকদের একটি তালিকা তৈরি করা যায়। পরবর্তীতে তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে কোর্স সম্পন্নের জন্য প্রেষণে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হলে ডিগ্রী সমাপনান্তে তাঁদেরকে সরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে পদায়ন করা যেতে পারে। তাছাড়া আনুপাতিক হারে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের অর্গানোগ্রামে এ্যানেসথেটিস্ট পদের সংস্থান রাখা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের অর্গানোগ্রাম/সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সার্জারী বিষয়ে অনেক পদ রয়েছে কিন্তু সে তুলনায় এ্যানেসথেটিস্ট এর পদ সংখ্যা খুবই কম। এ বিষয়টির সমন্বয় হওয়া প্রয়োজন।

৩। বিসিপিএস এর প্রেসিডেন্ট ডাঃ সানোয়ার হোসেন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে সভাকে জানান যে, বাংলাদেশে এ্যানেসথেসিওলজি বিষয়ে ডিগ্রীধারী চিকিৎসক কর্মকর্তার যে সংকট রয়েছে তা দূর করতে হলে আনুপাতিক হারে পদ সৃজন করতে হবে। একই সাথে চিকিৎসক কর্মকর্তাদের পদ সোপান নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে অন্যান্য বিষয়ে যেভাবে সহকারী অধ্যাপক হতে শুরু করে অধ্যাপক পর্যন্ত পদোন্নতির ব্যবস্থা রয়েছে, একইভাবে এ্যানেসথেসিওলজি বিষয়ে ডিগ্রীধারী চিকিৎসকগণেরও আনুপাতিক হারে পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকে। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, এ্যানেসথেটিস্ট এর পদ সৃজনের জন্য মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি এ্যানেসথেটিস্ট সোসাইটিও মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারে। তিনি এ্যানেসথেটিস্টদেরকে বেসরকারি পর্যায়ে যেভাবে আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হয় তেমনিভাবে সরকারি পর্যায়েও আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অনুরোধ জানান।

৪। ডাঃ আব্দুর রহমান, অধ্যাপক, এ্যানেসথেসিওলজি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ সভাকে জানান, সোসাইটিসমূহ যখন পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করে তখন শুধু তাদের নিজস্ব বিষয়ে পদের প্রস্তাব করে থাকে। কিন্তু এর সাথে আনুপাতিক হারে এ্যানেসথেসিওলজি'র কোন পদ সৃজনের প্রস্তাব করে না। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাম্প্রতিক সময়ের বার্ণ এন্ড প্লাস্টিক ইনস্টিটিউটের পদ সৃজনের ক্ষেত্রেও ভারসাম্যহীনভাবে পদ সৃজন করা হয়েছে। প্লাস্টিক সার্জারী বিষয়ে ১৭টি অধ্যাপকের পদ সৃজন করা হলেও এ্যানেথেসিওলজি বিষয়ে কোন পদ সৃজন করা হয়নি। তিনি এ সমস্ত বিষয় বিবেচনায় এনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ্যানেসথেসিওলজি বিষয়ে পদ সৃজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান।

৫। ডাঃ মোঃ রুহুল আমিন, অধ্যাপক, ফিজিওলজি, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ সভায় উল্লেখ করেন যে, এ্যানেসথেসিওলজি বিষয়ে পদ অপ্রতুল এবং সার্জারী'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই পদ সৃজন করা প্রয়োজন। সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ হাবিবুর রহমান বলেন, পদসৃজনের ক্ষেত্রে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল কিংবা ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে এ্যানেসথেসিওলজিসহ কোন্ কোন্ বিষয়ে কতগুলো পদ থাকবে Standard Set up-এ তা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ মোঃ রেহানউদ্দিন জানান, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ১৭টি এ্যানেসথেসিওলজি পদের বিপরীতে বর্তমানে মাত্র ৩ জন কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। এখানে জানুয়ারী/২০১৬ এ আইসিইউ উদ্বোধন করা হবে। ফলে এ্যানেসথেসিওলজি'র ডিগ্রীধারী চিকিৎসক পদায়ন একান্ত প্রয়োজন।

৬। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ডাঃ এ বি এম মুজহারুল ইসলাম জানান যে, দেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালসমূহে কর্মরত এ্যানেসথেসিস্ট এর সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং তাঁদের কর্মস্থলসহ তাঁরা কোন্ ক্যাটাগরিতে ডিগ্রীধারী তার একটি ডাটা বেইজ তৈরির নিমিত্ত কাজ চলছে। জনাব সুখেন্দু শেখর রায় সভাকে জানান যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান সিস্টেম থেকে এবং দেশের সকল সরকারি হাসপাতাল থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সারা দেশে কর্মরত এ্যানেসথেটিস্ট এর সংখ্যা সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এ্যানেসথেটিস্ট এর সংখ্যা ৪০০ জন এর কিছু বেশি। তিনি আপাততঃ ৪০০ জন এ্যানেসথেটিস্ট এর উপর ক্যাটাগরি ভিত্তিক একটি ডাটা বেইজ প্রস্তুত করা যায় মর্মে সভাকে অবহিত করেন। তাছাড়া ডাটা বেইজ তৈরির পর অনলাইনে দেশের সকল সরকারি হাসপাতালের পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক ও সিভিল সার্জনদেরকে কর্মরত এ্যানেসথেটিস্টদের হালনাগাদ তথ্যাদি আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে মর্মে প্রস্তাব করেন।

৭। প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়ঃ

(১) এ্যানেসথেসিওলজি বিষয়ে ডিগ্রীধারী সরকারি কর্মকর্তাদের প্রাপ্ত তালিকা প্রয়োজনানুযায়ী সম্পাদন করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম এনালিস্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের কাছে সিডি আকারে উপস্থাপন করবেন। সচিব মহোদয়ের অনুমোদন প্রাপ্তির পর তিনি সরকারি পর্যায়ে কর্মরত এ্যানেসথেসিওলজিস্টদের একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটা বেইজ প্রস্তুত করবেন। প্রস্তুতকৃত ডাটা বেইজ অনলাইনে রাখতে হবে যার মাধ্যমে সরকারি হাসপাতালের পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক ও সিভিল সার্জনগণ কর্মরত এ্যানেসথেটিস্টদের তথ্যাদি আপলোড করতে পারেন।

(২) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এ্যানেসথেসিওলজিস্টদের বিষয়ে প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী এবং এ বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে / ডিএ কোর্সে অধ্যয়নরত চিকিৎসক শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত তালিকার উপরও বিসিপিএস, বিএসএমএমইউ এবং মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর সহায়তায় মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার সেল একটি ডাটা বেইজ তৈরি করবে।

(৩) এ মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার সেল প্রস্তুতকৃত ডাটা বেইজ সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী হালনাগাদ নিশ্চিত করবে।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ ১৭/১২/২০১৫
(বাসুদেব গাঙ্গুলী)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নং ৪৫.১৪৩.১১৬.০৫.০০.০০৩.২০১৫-৮৯২/১(১৫)

তারিখঃ ২১.১২.২০১৫ খ্রিঃ

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ), ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। প্রফেসর ডাঃ মোঃ সারোয়ার হোসেন, প্রেসিডেন্ট, বিসিপিএস, মহাখালী, ঢাকা।
৪। অধ্যক্ষ, ... মেডিকেল কলেজ,........... (সকল)।
৫। যুগ্মসচিব (পার), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৭। ডাঃ দেবব্রত বনিক, চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক, এ্যানেসথেসিওলজি, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।
৮। উপসচিব (পার-১), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৯। সিনিয়র সহকারী সচিব (পার-৩), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১১। ডাঃ এ বি এম মুজহারুল ইসলাম, লাইন ডাইরেক্টর, লাইন ডাইরেক্টর, কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার, বিএমআরসি ভবন, মহাখালী, ঢাকা।
১২। ডাঃ রওশন আনোয়ার, উপপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৩। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় / সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

(এ কে এম ফজলুল হক)
উপসচিব (পার-২)
ফোনঃ ৯৫৪০৪৪৮ ২২/১২/২০১৫
dsper2@mohfw.gov.bd
haque5744@gmail.com